মেহেরপুরে স্বাস্থ্য সচেতনতায় মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশের

“আপনার মাস্ক কোথায়” নামক একটি ক্যাম্পেইন তারই ধারাবাহিকতায় ৩ হাজার পিস মাস্ক ও জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেছে ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন।

বুধবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মেহেরপুর, সহকারী কমিশনারের কার্যালয় (ভূমি), মেহেরপুর থানা, ফায়ার সার্ভিস অফিস, উপজেলা পরিষদ, মেহেরপুর পৌরসভা, হোটেল বাজার জামে মসজিদ, কলেজ মোড়, গো হাট সহ বিভিন্ন জনবহুল স্থানে এ কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছেন আবু সাইদ সহকারী কমিশনার (ভূমি), মেহেরপুর এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

ক্যাম্পেইনে উপস্থিত ছিলেন ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সহ- সভাপতি তানজীমুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আশিক রাব্বি , নাজমুস সাকিব আকাশ, বাপ্পি, মাসুম বিল্লাহ, ইসতিয়াক, আব্দুল্লা, শ্রেয়া, মিম, মাহি, যতি, তাহমিদ, আকাশ, নাফিউল, শিহাব, শ্রাবনী, উজ্জল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় চুরির অপরাধে যুবককে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন- অভিযুক্ত আটক

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে নুডুলস ও নারিকেল তেল চুরির অপরাধে দোকানের খুঁটিতে বেধে প্রকাশ্যে মধ্যযুগীয় কায়দায় সাদ্দাম হোসেন (২২) নামে এক যুবককে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার হাফিজ মোড়ে এঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা পুলিশকে জানালে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে সাদ্দামকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেয়। সাদ্দাম হোসেন আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার থানাপাড়ার আকমল হোসেনের ছেলে।

এ ঘটনায় রাতেই অভিযুক্ত ডিলার ব্যবসায়ী আমানুল্লাহকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ ।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার হাফিজ মোড়ে শেখ ট্রেডার্সের মালিক ব্যাবসায়ী শেখ আমানুল্লাহ বিভিন্ন পন্যের ডিলার শিফ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছে। মঙ্গলবার দুপুরে একটি গাড়িতে অর্ডারের পন্য আনলোড করছিল। এসময় সাদ্দাম হোসেন ওই গাড়ি থেকে নুডুলস ও কিছু মালামাল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । পরে স্থানীয়রা তাকে ধাওয়া করে ধরে আমানুল্লাহ’ন নিকট হস্থান্তর করে।

পরে আমানুল্লাহ প্রকাশ্যে তার নিজ দোকানের খুটিতে সাদ্দামের দুই হাত বেধে একটি পাইপ দিয়ে মধ্যযুগীয় নির্যাতন করে। তার সামনে ২০ থেকে ৩০ জন লোক দাড়িয়ে তা দেখতে থাকে। তবে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। এ নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অনেকে। মধ্যযুগীয় এই বর্বরোচিত ঘটনায় এলাকাবাসী হতবাক।

ব্যবসায়ী শেখ আমানুল্লাহ বলেন, বিভিন্ন সময়ে আমার প্রতিষ্ঠানের চুরির ঘটনা ঘটতো। এতে আমি অতিষ্ট ছিলাম। কিছুতেই চোর ধরতে পারতাম না। আজ কিছু নারিকেল তেল ও নুডুসল এর প্যাকেট চুরির সময় হাতেহাতে ধরে স্থানীয়রা আমার নিকট নিয়ে আসে। তবে তাকে দোকানের খুটিতে বেধে মারধর করা আমার অন্যায় হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, পুলিশ খবর পেয়ে সাদ্দামকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। নির্যানতের বিষয়টি পুলিশের জানা ছিলনা। পরে সংবাদকর্মীদের মাধ্যমে নির্যাতনের ভিডিও দেখেছি। এভাবে আইন হাতে কেউ তুলে নিতে পারেন না। চুরির ঘটনায় এখনো কেউ অভিযোগ দেয়নি থানায়। নির্যাতনের ঘটনায় সাদ্দাম বা তার পরিবার অভিযোগ করলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

তিনি আরও বলেন, তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একটি চুরি ও একটি ছিনতাই মামলা চলমান। এছাড়াও একবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছিল।

মেহেরপুর সদর উপজেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক কমিটি গঠন

জাতীয় শ্রমিক লীগ মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাইদুর রহমান সাঈদ কে আহ্বায়ক, এমদাদুল হক স্বপন, আক্তারুজ্জামান চঞ্চল, নাজমুল হাসান বাবু, ও আলী কদর কে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং মাসুনুজ্জামান মাসুদ কে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মঙ্গলবার রাতে দিকে হাসপাতাল সড়কে জেলা শ্রমিক লীগের অফিস কার্যালয়ে জেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক ইকবাল কবীর রনজু ও সদস্য সচিব রাশেদুজ্জামান রাশেদ লতিফ যৌথ সাক্ষরে এই কমিটির অনুমোদন দেন।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আব্দুল খালেক, আব্দুর রাজ্জাক, মহিদুল ইসলাম মহিদ, খোদা বক্স, সিয়াম আলী, সাহাবুল ইসলাম, মিয়ারুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম, রশিদুল ইসলাম, মিয়ারুল ইসলাম, মুকুল, হাসান, রাসেল, মাহমুদা আকতার সুমী, আইজুদ্দিন।

জাতীয় শ্রমিক লীগের গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৃণমূলের সংগঠনকে সুসংগঠিত করার লক্ষে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত করে আগামী ৩ মাসের জন্য এই আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে প্রবীণ শিক্ষক তকলিমুর রহমান মালেকের

# [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ২৩ জন, গাংনী ৪ জন এবং মুজিবনগরে ২ জন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৬৯ টি। তারমধ্যে ২৯ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ২০৩ জন। তার মধ্যে সদরে ১২১ জন, গাংনীতে ৬৯ জন এবং মুজিবনগরে ২৩ জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া আক্রান্তদের পরিচয় -মেহেরপুর আমদহ কামাল (৪০),ক্যশ্বপপাড়া মেহেরুন নেছা (৬৫),গোভিপুর রাইনি (২২) ,তেরঘোরিয়া সাবানা (১৯),জেনারের হসপিটাল হাসি মন্ডল (৫৮) ,পুলিশ লাইন আইরিন খাতুন (২৪),সম্পা আক্তার (২২), সনিয়া খাতুন (২০),হোটেলবাজার দৌলত (৫৬),কাঁসারী পাড়া নজরুল ইসলাম (৭০) ,স্টেডিয়াম পাড়া আঃ খালেক (৬২),আমদহ আলী হোসেন (৪৯), পিয়াদাপাড়া সোহাগ (৩৭),গোরস্থান পাড়া ফয়সাল আলম (৪৫) ,বোসপাড়া সরস্বতী (২৫),খন্দকার পাড়া কাজি জাফর (৬০),আলিয়া মাদ্রাসা রওশন আরা জাব্বার (৫৫) ,পুলিশ লাইন সামা নুর জামান (৩০) ,হোটেলবাজার জিয়ারুল ইসলাম (৫৫),স্টেডিয়াম পাড়া রুমি (৫০) ,শিমি
(৪২) ,নতুনপাড়া কুদরত ই এলাহি (৪৭) ,শাহিদা (৪৬) গাংনী গাড়াডোব শাহিনুর (২৩),শিশিরপাড়া মকছেদ আলী (৪১),ওবায়দুর রহমান (২৮),জুগিন্দা নাহিদ (১০),চরগোয়ালগ্রাম সাইদুর বাশার (২৯),মুজিবনগর বল্লভপুর পরাগ (৩৫)।

মেহেরপুরে সংশোধনের শর্তে সাজা স্থগিতের দৃষ্টান্তমূলক রায়

মেহেরপুরে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, বিষাক্ত রাসায়নিক যুক্ত এবং নকল খাবার বিক্রয়ের অভিযোগে পাঁচ ব্যবসায়ীকে এক মাস করে সাজা দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ম কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ এ রায় দেন।

চার্জ শুনানিকালে আসামিরা তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না মর্মে অঙ্গীকার করেন। স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে চার শর্তে সাজা স্থগিত করেন আদালত।

শর্তগুলো হলো আগামী এক বছর তারা প্রবেশন কর্মকর্তা এবং জেলা স্যানিটারি অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকবেন, ভবিষ্যতে কোনো প্রকার ভেজাল বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো খাবার বিক্রয় করবেন না, নিজ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সামনে দৃশ্যমান স্থানে ভেজাল বিরোধী ব্যানার প্রদর্শন করবেন এবং আদালতের নির্দেশে যেকোনো সময় আদালতে হাজির হবেন।

প্রবেশন কর্মকর্তা এবং জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর প্রতি দুই মাস পর পর আসামিদের বিষয়ে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রবেশনের কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে বা অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে একমাস কারাদণ্ডের সাজা কার্যকর হবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়।

রায় প্রদানের সময় অভিযুক্ত ব্যবসায়ীসহ ব্যবসায়ী নেতারা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এখন থেকে ব্যবসায়ীরা নিজেরাই নিয়মিত ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন বলে তারা অঙ্গীকার করেন।

উল্লেখ্য যে, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ অনুযায়ী প্রতি জেলার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ম কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত হিসেবে বিশেষ কোর্ট পরিচালনা করেন। মেহেরপুরে ভেজাল খাদ্য উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী এবং বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্’র উদ্যোগে গতকাল সোমবার থেকে বিশেষ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ভেজাল এবং বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রিত নকল এক মন চেরি ফল জব্দ করে বিধি মোতাবেক ধ্বংস করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় আজ এই রায় প্রদান করা হলো।

দর্শনায় সংবাদ প্রকাশের জেরে সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি

পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে অভিযুক্ত বালু ও মাটি খেকো ছামাদুল।

প্রতিবেদককে মোবাইল ফোনে দিয়েছে হুমকি। সাংবাদিক হাসমতকে হুমকির প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে জরুরীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । হুমকিদাতা ছামাদুলের নামে থানায় করা হয়েছে জিডি। হুমকিদাতা ছামাদুল কার্পাসডাঙ্গা বাজার পাড়ার বাসিন্দা ও মহিউদ্দিনের ছেলে।

সোমবার (৩১ জানুয়রী) সন্ধায় দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জরুরী বৈঠকে হুমকির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ সহ ছামাদুলকে গ্রেফতারের দাবী তুলে আলোচনা করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাংবাদিক সমিতির বর্তমান সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, সাবেক সাধারন সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবিব মামুন, সাংবাদিক ইকরামুল হক পিপুল, নজরুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান কচি, কামরুজ্জামান যুদ্ধ, হাসমত আলী।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক এস,এম ওসমানের উপস্থাপনায় উপস্থিত থেকে আরো আলোচনা করেন, আব্দুর রহমান, আব্দুল হান্নান, রিফাত রহমান, শ্রী সুকমল চন্দ্র বাঁধন, ইমতিয়াজ আহম্মেদ রয়েল, ওয়াসিম রয়েল, প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত রোববার স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রথম পৃষ্টায় দামুড়হুদার ধান্যঘরায় আবাদি জমিতে এস্কভেটর মেশিন দিয়ে পুকুর খনন প্রধান সড়ক হুমকির মুখে, খবর প্রকাশ হলে গত রোববার দুপুর ১ ট ২১ মিনিটে ফোনে ছামাদুল ও তার গাং সাংবাদিক হাসমতকে ০১৯১৭০৩০৯০৫ মোবাইল নং থেকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় আশকারা ফাউন্ডেশন নামে ভুয়া এনজিও: হাতিয়ে নিয়েছে গ্রাহকের অর্ধকোটি টাকা

আলমডাঙ্গায় আশকারা ফাউন্ডেশন নামের এক ভুয়া এনজিও গ্রাহকের অর্ধকোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

বড় ধরনের ঋণ দেবার প্রলোভন দেখিয়ে উপজেলার গ্রামে গ্রামে সমিতি গঠন করে একেক সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিয় অফিসে তালা লাগিয়ে রাতের আ পালিয়ে গেছে।

গত দুদিন ধরে প্রতারণার শিকার বিভিন্ন গ্রামের কয়েশ’ গ্রাহক অফিস ও তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এ ঘটনায় ওইসব গ্রাহক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার রেলস্টেশন রোড (দক্ষিণ) এলাকায় ফুড গোডাউনের সামনে সড়কে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কেরানি সিরাজুল ইসলামের বাড়িতে কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি এনজিওর অফিস করার কথা বলে ৪টি রুম ভাড়া নেয়।

ওই ঘরের সামনে আশকারা ফাউন্ডেশন নামের একটি ছোট সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে সেখানে এনজিওর কার্যক্রম শুরু করে। মিরাজুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি আশকারা ফাউন্ডেশনের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে কয়েক সদস্যের মাধ্যমে উপজেলার গ্রামে গ্রামে সমিতি গঠন করে।

তারা ওই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে চাকরীর বিজ্ঞাপন সম্বলিত হ্যান্ডবিল দেওয়ালে লাগাই। চাকরি পাওয়ার প্রলোভনে পড়ে বেকার যুবকরা তাদের টাকা প্রদান করে। এদিকে সমিতির সদস্যদের ৫০ হাজার জমা করলে ৫ লাখ টাকা,১লাখ টাকা জমা করলে ১০ লাখ টাকা লোন দেবার প্রলোভন দেখিয়ে অনেকের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ শুরু করে। ভুয়া ওই এনজিওর কর্মকর্তাদের প্রলোভনে পড়ে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মহিলা পুরুষ লাখ লাখ টাকা তাদের কাছে জমা দেয়।

টাকা প্রদান করাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কালিদাসপুর ইউনিয়নের

পারকুলা গ্রামের লাল মোহাম্মদের ছেলে আসিফ ইকবাল ৩০ হাজার,পাঁচলিয়া গ্রামের শফি উদ্দিনের ছেলে স্বপন আলী ৫২ হাজার,একই গ্রামের মৃত আজব আলীর ছেলে উজ্জল ১০ হাজার,কালিদাসপুর ইউনিয়ন পাইকপাড়া গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে হারুন ১৫ হাজার,জামজামি ইউনিয়নের ভোদুয়া গ্রামের আব্দুল মান্নানের স্ত্রী ফজিলা খাতুন ১০ হাজার,একই গ্রামের ওহিদ আলীর স্ত্রী শরিফা খাতুন ১০ হাজার,কুমারী ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের ইদবার আলীর ছেলে মোহাম্সদ আলী লোনের ২০ হাজার ও চাকরীর জন্য ২০ হাজার টাকা,কামালপুর গ্রামের মোশারেফ হোসেনের ছেলে আব্দুস সামাদের কাছ থেকে ২০ হাজার,একই গ্রামের মৃত নবীছদ্দিনের ছেলে আজগর আলীর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা,পাঁচলিয়া গ্রামের নওয়াজ আলীর ছেলে সোহেলের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা,হারদী গ্রামের মীর ইসমাইলের ছেলে মীর ইয়াসিন আলীর কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকাসহ বিভিন্ন গ্রামের কয়েকশ গ্রাহকের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়।

গ্রাহক পাঁচলিয়া গ্রামের শফিউদ্দিনের ছেলে স্বপন জানান,আমাদের ১০/১২ জন মিলে দেড় লাখ টাকা নিয়ে সোমবার লোন দেবে বলে জানায় । কদিন তারা ঘন ঘন মোবাইল করলেও আজ দুই দিন বন্ধ। অফিসে এসে দেখি অফিস তালা লাগিয়ে তারা পালিয়েছে। তাদের মোবাইলও বন্ধ। তারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

একই কথা জানিয়েছেন,ভোদুয়া গ্রামের ফজিলা খাতুন। তিনি জানান, ৬ টাকা হারে সুদে লোন দেবে বলেই তারা বেশ কয়েকজন মিলে সমিতি খুলে লোনের আশায় টাকা দিয়ে এখন বিপদে পড়েছে। এমন প্রতারণার শিকার বেশ কয়েকজন গ্রাহক সোমবার আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ভালোবাসার বন্ধনের সাধারণ সম্পাদক সুমনের জন্মদিন পালন

“ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা” সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোঃ নুরনবী সুমনের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

সোমবার রাত ১০টায় দর্শনা রেলবাজার রেলগেট সংলগ্ন দর্শনা হার্ডওয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কেক কেকে জন্মদিন উৎযাপন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দলিত পরিষদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা কমিটির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দলিত পরিষদের শ্রী শোভন দাস, শ্রী বিপুল কুমার দাস, মিঠু দাস, নিরঞ্জন দাস, শ্যামল দাস, স্বপন দাস। আরো উপস্থিত ছিলেন ভালোবাসার বন্ধনের, সাংগঠনিক সম্পাদক আয়নাল হক, দপ্তর সম্পাদক আসহাবুল আলম, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শোভন দাশ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেখ সাজু, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাসুম ইকবাল, সহ দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক চঞ্চল মাহমুদ, প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার ঝাঝরী আশ্রয়ণ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গা ঝাঝরি গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনঃবাসনের লক্ষে একক গৃহ নির্মান প্রকল্প কাজ শুরু হয়েছে।

সোমবার বিকালে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনঃবাসনের লক্ষে একক গৃহ নির্মান প্রকল্প কাজের মান এবং অগ্রগতি সন্মন্ধে খোঁজখবর নিতে সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম।

বেগমপুরের ঝাঝরি গ্রামে ভুমিহীন ও গৃহহীন ২০টি পরিবারের বসবাসের জন্য নির্মিত হচ্ছে গৃহ। ঘরের পাশাপাশি থাকবে সুপেয় পানি ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত ব্যবস্থা। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে অসহায় ভূমিহীন এবং গৃহহীন পরিবারগুলোর স্বপ্ন পূরণ হবে। পাবে মাথা

গোজার ঠাই।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রসাক (রাজস্ব) শারমিন আক্তার, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামিম ভুইয়া, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাঝারুল ইসলাম, বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলী হোসেন জোয়ার্দার সহ আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৭ নভেম্বর ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনঃবাসনের লক্ষে একক গৃহ নির্মান প্রকল্প কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার।